১৮৬৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের ভুবন ডাঙ্গাতে তাঁর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানটির নাম করন করেন শান্তিনিকেতন।

এর কিছু বছর পরে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে পাঠভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঠভবন তৎকালীন শিক্ষাচর্চার ধারাকে ভেঙে দেয়। শিক্ষাকে তিনি চার দেওয়াল থেকে বের করে প্রকৃতির সন্নিবেশে নিয়ে আসেন। শুধু মাত্র পাঁচজন ছাত্র এবং পাঁচজন শিক্ষককে নিয়ে এই স্কুল শুরু হয়। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর তিনি এটিকে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। যা এখন বিশ্বভারতী নামে সবার কাছে পরিচিত। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, এখানে ছাত্র ছাত্রীরা প্রকৃতির সংস্পর্শে নিজেদের আবিষ্কর করে।

পাঠ ভবনের পর মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা,সন্তোষ পাঠশালা ,শিক্ষা শাস্ত্র ,উত্তর শিক্ষা সদন এগুলিকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া দর্শন ভবন ,সঙ্গীত ভবন,চীনা ভবন,কলা ভবন শিল্প সদন ,রবীন্দ্র ভবন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

I) শান্তিনিকেতনে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর /মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

II) "পুঁথিগত বিদ্যা" বলতে কি বোঝ ?

প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করা বিদ্যা / বই থেকে গ্রহণ করা বিদ্যা/ বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করা বিদ্যা /বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করা বিদ্যা।

III) মন্তব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কারণ: তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন।

মন্তব্য ঠিক কারণ ভুল/ মন্তব্য ভুল কারণ ঠিক/ মন্তব্যও কারণ উভয় ঠিক /মন্তব্য ও কারণ উভয় ভুল।

IV) শুরুতে পাঠভবন ছিল একটি

বিদ্যালয়/উপবিদ্যালয়/বিশ্ব বিদ্যালয়/কলেজ

V) শিক্ষাকে চার দেওয়ালের থেকে বের করে কিসের সন্নিবেশে আনা হয়েছিল ?

সমুদ্রের/পৃথিবীর/প্রকৃতির/বিদ্যালয়ের